R. N. No. 253?/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

পুর শহর ও জাতীয় সড়কের সংযোগকারী একমাত্র পথের বেহাল অবস্থা

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ পুর শহরের সঙ্গে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ও জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের যোগাযোগের একমাত্র পথটির অবস্থা বর্তমানে খুবই বিপদজনক। এই একমাত্র পথ দিয়ে সারা দিনরাতে পায়ে হাঁটা মানুষ, সাইকেল, রিক্সা, ট্যাক্সি, ট্রাক ছাড়াও অন্তত পক্ষে ৪০/৪৫টি রুট বাস হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। এই পথটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার পি-ডব্লু-ডি রোডস্-এর উপর। কিন্তু ওই প্রশাসনের আমলারা সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত বলে মনে হয় না। ৩৪নং জাতীয় সড়কের পশ্চিমসীমা উমরপুর থেকে পূর্বসীমা শহরের ডোমপাড়া গাড়ীঘাট পর্যন্ত পথের বুকে খানাখন্দ গজিয়ে উঠেছে। তার উপর এই জনবহুল পথটিতে রাম সেন সেতুর পর থেকে বিদ্যুৎ আলোর কোন ব্যবস্থা নাই। মাদার ইণ্ডিয়া বিড়ি ফ্যাক্টরী থেকে পশ্চিমে মিয়াপুর বাজার পর্যন্ত পথটির উত্তর প্রান্ত উঁচু ও দক্ষিণ প্রান্ত ঢালু হওয়ায় উত্তরের বাড়িঘরের নোংরা জল এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সমস্ত পথের বুক ভাসিয়ে দক্ষিণে বয়ে চলে। জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় পথের খানাখন্দে জল জমে চলাচলের অনুপযোগী করে তোলে। তার উপর বিড়ি কোম্পানীগুলির ছাই ও নোংরা জলে পথের দু'পাশ সব সময় অপরিষ্কার হয়ে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করছে। দ্রুতগামী যানগুলি যাতায়াতকালে চাকার ঘর্ষণে পথের উৎক্ষিপ্ত নোংরা জলে পথচারীরা নাজেহাল হন। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অন্ধকারে খানাখন্দে হোঁচট খেয়ে আহতও হতে হয়। বর্তমানে ফুলতলা বাসষ্ট্যাণ্ড এবং মিয়াপুর বাজার এলাকায় পি-ডব্লু-ডির খাসজমি দখল করে জবরদখলী দোকান গড়ে উঠায় পথের আয়তনও হ্রাস পেয়েছে। ফলে যানবাহন থেকে পথচারীদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশংকা নিয়েই পথ চলতে হয়। লেখালেখি করেও কোন প্রতিকার হয় না। বেদখল, জবরদখল ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

রেশনে মাথাপিছু দু'শ গ্রাম কোটায় গমের অভাব মিটছে না

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমায় বর্তমানে গমের অভাব দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। মহকুমা কৃষি বিভাগের মতে ভোজ্য তেলের লাভজনক দর দেখে চাষীরা সরষে, বাদাম চাষ বৃদ্ধি করায় এবং গম চাষ কমিয়ে দেওয়ায় এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। গমের অভাবের ফলে বেকারী শিল্পে সংকট মাথাচাড়া দিয়েছে এবং পাউরুটির দাম না বাড়ালেও মান খারাপ হচ্ছে। মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলে তিনি জানান, গম ডি-কনট্রোল হওয়ায় তিনি কিছু করতে অপারগ। রেশনে মাথাপিছু সপ্তাহে যে দু'শ গ্রাম গম সরবরাহ করা হয়, তার কোটা বাড়ানোর কথা বললে তিনি বলেন, সেটাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গমের লাইসেন্সিং ব্যবস্থা উঠে যাওয়ায় রেশন ডিলাররা গম বিক্রি নাও করতে পারেন। তবে সরকারের সাথে রেশন ডিলারদের এক বিশেষ চুক্তির ফলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিনা টেণ্ডারে পুরসভা ১ লক্ষ টাকার সিমেণ্ট কিনলেন !

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসন পর পর বহু নিয়ম বহির্ভূত কাজ করে চলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রকে আমল না দিয়ে তাঁরা কমিশনারদের ও পুরপতির পছন্দমত ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ করছেন। এমন কি এক্সিকিউটিভ অফিসারের বাড়ীতে কাজ করার আদমীকেও দিন মজুরী ভিত্তিতে কাজে নিয়োগের ঘটনাও কিছুদিন পূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে সেই আদমীটিকে পুরপ্রশাসন গোপন পদ্ধতিতে পয়সা পাইয়ে দিচ্ছেন বলে পুর কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। সম্প্রতি পরিচালন কর্তৃপক্ষের আর একটি নজীরবিহীন কাজের অভিযোগ এনেছেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরসভার গাফিলতিতে ভেজাল বাড়ছে

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরসভায় বহুকাল ধরে ফুড ইন্সপেক্টারের 'ফুড এ্যাডালটারেশন' চেকিং ক্ষমতা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। প্রয়াত পুরপতি সুধীরকুমার সাহা ১৯৭৫ সালের ১৬ জানুয়ারী নাকি এক বিশেষ আদেশ বলে এই ক্ষমতা কেড়ে নেন। তারপর থেকে এই 'ঠুঁটো জগন্নাথ' অবস্থা চলে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুর এলাকায় ভেজাল দ্রব্যের রমরমা কারবার চলছে। এমন কোন খাদ্য নাই যা ভেজাল-বিহীন। ভেজাল তেল ঘি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য বিনা বাধাতে সি পি এম শাসিত এই পুর শহরে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। সাধারন মানুষের দাবী—অবিলম্বে ফুড ইন্সপেক্টারের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে ভেজাল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পুরসভা তৎপর হোন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৫ সাল

'তক্রস্য গোমূত্র শতেন কিং বা'

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে। গোমূত্র যোগেন পয়ো বিনষ্টং/তক্রস্য গোমূত্র শতেন কিং বা/অত্যল্প পাপৈবিপদঃ শুচীনাং/পাপাত্মনং পাপশতেন কিং বা॥ শ্লোকটির বঙ্গার্থ—দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র সংযোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তক্র বা ঘোলে শতশত গোমূত্র মিশাইলেও তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। সাধু ব্যক্তিরা অল্পমাত্র পাপের সংস্পর্শেই বিপন্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু পাপীদের শতশত পাপের অনুষ্ঠানেও কোন ভয় নাই।........

প্রাচীনকালে, এমন কি কয়েক বৎসর পূর্বেও সাধারণ মানুষ তো বটেই, রাজকর্মচারীরা, যাঁহারা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারাও সামান্যতম অন্যায় করিতে রীতিমত ভয় পাইতেন। কেহ কাহাকেও প্রতারণা করা, সরকারী অর্থ কারচুপি করিয়া ব্যয় করা, এইসব কল্পনাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্তমানে সেই সকল সৎ গুণ মানুষের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করাকে কেহ আর অন্যায় বলিয়া মনে করেন না। মানব মনের দুগ্ধরূপ সৎ সত্তা তক্র বা ঘোলে পরিণত হইয়াছে। ফলে অন্যায়রূপ শত গোমূত্রেও তাহার বিকৃতি ঘটে না। বর্তমান যুগের মাপকাটিতে অর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজ পরিচালক। ফলশ্রুতি প্রশাসনের চতুর্দিকে নানারূপ দুর্নীতির কালো মেঘ। প্রশাসকদের অনেকেই তঞ্চকতা ও তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত। সর্বসাধারণের উন্নতির ও উপকারের জন্য যাঁহারা নির্বাচিত তাঁহারা আত্মীয় পোষণ, নিজের আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনে নীতিবিগর্হিত কর্ম করিতেও দ্বিধা করেন না। প্রশাসনের উর্দ্ধমহলে দুর্নীতি চলিতে থাকিলে যে নিম্নস্তরের কর্মীরাও নীতিবিহীন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সম্প্রতি নীতিবিগর্হিত একটি কাজের নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে আমাদের পত্রিকার প্রতিবেদনে, জঙ্গিপুর ব্যারেজ কর্মচারীদের এন টি সি-র কারচুপিকে কেন্দ্র করিয়া। খবরে প্রকাশ, ছুটিকালীন ভ্রমণের যে আর্থিক সুযোগ সরকার কর্মীদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে দিয়া থাকেন সেই পরিকল্পনার সুযোগ লইয়া কয়েকজন কর্মী সরকারকে প্রতারিত করিয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিবেন জানাইয়া নিয়মানুযায়ী রেজিষ্টার্ড ট্রাভেলিং এজেন্সির বাসের টিকিটের নম্বর দিয়া রাহাখরচের ৭৫% প্রাপ্য এ্যাডভান্স গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে ভ্রমণকারী কর্মীদের পারস্পরিক কলহের ফলে তাঁহারা যে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ না করিয়া অল্প খরচে উত্তর ভারত গিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রশাসনিক অনুসন্ধানে ইহাও প্রকাশ পায় যে তাঁহারা যে বাসের নম্বর বা ট্রাভেলিং এজেন্সির টিকিটের নম্বর দাখিল করেন তাহাও নাকি সঠিক নহে। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় কর্মীদের ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের মাসিক বেতন হইতে কারচুপি করা অর্থ আদায় হইতেছে। সরকারী কর্মীরা কতখানি বেপরোয়া হইলে এইরূপ তঞ্চকতা করিতে দ্বিধা করেন না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ইহাদের ক্ষমা করার অর্থই হইল তঞ্চকতার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া। ইহা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা যত শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিবেন ততই শুভ। না হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মধ্য হইতেও সৎগুণ তিরোহিত হইতে চলিয়াছে এবং অসৎ ব্যক্তিতে দেশ পরিপূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ওষুধ দোকান খোলা প্রসঙ্গে

প্রিয় সম্পাদক,

একটি অতি পরিচিত সমস্যার প্রতি আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমাদের শহরে গভীর রাত্রে কোন ওষুধের প্রয়োজন হলে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের দোকানগুলি ঘুরে বেড়াতে হয়। ওষুধ ব্যবসায়ীদের অনেক ডাকাডাকি করে প্রাণদায়ী ওষুধগুলি কিনতে হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি শহরের ওষুধ দোকানগুলি সপ্তাহে একটি দিন বন্ধ থাকে। এই সিদ্ধান্ত তাঁদের সংস্থাগত। ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাঁদের সংস্থার কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যদি বিভিন্ন ওষুধের দোকানগুলিতে 'নৈশ বিভাগ' (Night Counter) চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে। সপ্তাহে কোন কোন দিনে কোন কোন ওষুধের দোকান রাত্রে খোলা থাকবে তার একটি তালিকা হাসপাতালের প্রচারের জন্য থাকলে ভালো হয়। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ এবং হাসপাতালের দূরাগত রোগীর অভিভাবকদের ওষুধের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ সংগ্রহ করে মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে।

বিনীত
মানিক চট্টোপাধ্যায়
ইন্দিরাপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ

মহকুমার গৌরব

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জ্জীর (মণিবাবু) মধ্যমা কন্যা শিপ্রা মুখার্জী সম্প্রতি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে নাগপুর কলেজে লেকচারার পদে কর্মরতা। তাঁর কন্যা সোনালী মুখার্জী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি কানপুর আই আই টিতে এম এস সি প্রোগ্রামে ফিজিক্সে ভর্ত্তির সুযোগ পেয়েছেন। ডাঃ চ্যাটার্জীর একমাত্র পুত্র ডাঃ দেবনাথ চ্যাটার্জী এম এস এ প্রথম স্থান অধিকার করে বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। মণিবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দনা চৌধুরী এম এ এল এল বি নাগপুর হাইকোর্টে প্রখ্যাতা আইনজীবী এবং তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অঞ্জনা ব্যানার্জী এম এ পঃ দিনাজপুরে ইসলামপুর কলেজে ইতিহাসের লেকচারার। সকলের কর্মজীবন আরো উজ্জল ও উন্নত হোক এই কামনা করছি।

বেআইনী ভিডিও সিজ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ ডিসেম্বর সুতী থানার ছাবঘাটি গ্রামে একটি ও সুলতানপুরে একটি ভিডিও পুলিশ সিজ করে। পোল থেকে হুক লাগিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করে ভিডিও দুটি চালান হচ্ছিল এই অভিযোগে সিজ করা হয় বলে জানা যায়।

গত ১০ ডিসেম্বর স্থানীয় বালিঘাটা পল্লী থেকে ১টি ও এই থানার বাড়ালায় একটি ভিডিও কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

পুরসভায় বহু প্রত্যাশিত এ্যাম্বুলেন্স এলো

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জঙ্গিপুর পুরসভা জনগণের সুবিধার জন্য দু'লক্ষ একুশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি এ্যাম্বুলেন্স কিনেছেন। পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় নাগরিকরা প্রয়োজনে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে এই এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারবেন। এক সাক্ষাৎকারে পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে জানান, বহরমপুর, মালদা ও কলকাতায় রোগী নিয়ে যাওয়ার খরচ তাঁরা আগামী বোর্ড মিটিং-এ ঠিক করবেন। উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারীর জঙ্গিপুর সংবাদে এ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে পুরসভাকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন তপশীলবর্ণিত সম্পত্তি বর্ত্তমান মাঠ খসড়ায় ভুলবশতঃ বালকনাথ/বিশ্বনাথ মিত্র হাজরা দিগরের নামে রেকর্ড হইয়াছে। নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদ্বয় বর্ত্তমান মালিক ও দখলকার। ভুল সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্তও করিয়াছেন। এমতবস্থায় যদি কেহ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন।

সম্পত্তির বিবরণ :
মৌজা বোথারা
দাগ নং ৪৬৭৩
খতিয়ান নং ১২৭৯

স্বাঃ বরুণকুমার মিত্র হাজরা ও
বিমানবিহারী মিত্র হাজরা
বোথারা, পোঃ ধনপতগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
এল এণ্ড টি সমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও
জঙ্গিপুরে সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপতি চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

সমাজবিরোধী খুন

ধুলিয়ান : গত ১২ ডিসেম্বর সকাল ৬-৩০ নাগাদ সমসেরগঞ্জ থানার নপাড়া গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী কালু সেখ ওরফে সাজহান খুন হয়। কালুর নামে পাকুড় থানায় বেশ কয়েকটি ডাকাতির অভিযোগ ছিল। পুরোনো আক্রোশ এই খুনের কারণ বলে পুলিশ জানায়। এ ব্যাপারে কেও গ্রেপ্তার হয়নি।

লায়ন্স ক্লাব ও লিওর উদ্যোগে চক্ষু শিবির

ধুলিয়ান : গত ৪ ডিসেম্বর স্থানীয় লায়ন্স ক্লাব ও লিওর উদ্যোগে কৃষ্ণকুমার সন্তোষকুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠে একটি চক্ষু চিকিৎসা ও অপারেশন শিবির খোলা হয়। উক্ত ক্যাম্পে থানার বিভিন্ন প্রান্তের ৯৮ জনের চক্ষু অপারেশন হয়। ৯ ডিসেম্বর তাঁদের ছেড়ে দেবার সময় একটি করে কালো চশমা দেওয়া হয় এবং দু'মাস পরে উপযুক্ত চশমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন লায়ন ডাঃ মুলতান হোসেন। এই ক্লাবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন কলিকাতার টালিগঞ্জ লায়ন্স ক্লাব ও হাজী মোঃ হাসান। স্থানীয় সবক'টি ক্লাবই স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে সাহায্য করেন। অপারেশন করেন মালদহের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। স্থানীয়দের মধ্যে ডাঃ সূর্য্যনারায়ণ ভকত, লায়ন ডাঃ কালিকুমার গুপ্ত, ডাঃ মনসুর আমেদ ক্যাম্প পরিচালনায় সর্বপ্রকার সাহায্য দান করেন।

জায়গা বিক্রয়

উমরপুর হাটের কাছে ৫৭ শতক, দাগ নং ১৫৯ এবং জঙ্গিপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে ৪৩ শতক, দাগ নং ৩০৫৪ বাসোপযোগী জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীদিব্যেন্দুশেখর নাথ
এ্যাডভোকেট
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিদেশী জিনিষ আটক

অরঙ্গাবাদ : ১৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে সুতি থানার পুলিশ লুলিহা গ্রামের কাছে একজন লোককে সন্দেহজনকভাবে তাড়া করলে সে তার মাথার বস্তাটি ফেলে পালিয়ে যায়। বস্তা থেকে চাইনিজ টর্চ, ব্লেড ও বাল্ব পুলিশ উদ্ধার করে। এর আনুমানিক মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। বাঙলাদেশ থেকে সুরপুর বর্ডার হয়ে মালগুলো এদিকে পাচার হচ্ছিল বলে পুলিশের ধারণা।

রেশনে অখাদ্য গম ও চাল

ধুলিয়ান : বন্যা ও খরার কবলে পড়ার পর থেকে স্থানীয় শহর ও তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে চলছে খাদ্য দ্রব্যের হাহাকার। সেই অবস্থার মোকাবিলা করতে সরকার রেশনে গম ও চাল সরবরাহ করছেন। কিন্তু সরবরাহ বিভাগ সেই চাল গম মানুষের খাওয়ার যোগ্য কিনা তা দেখছেন না। রেশন দোকান মারফৎ চাল বা গম যা সরবরাহ হচ্ছে তা এত নিম্নমানের যে, মানুষ তো দূরের কথা গবাদি পশুরও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। তবু বাজার দরের আকাশচুম্বিতার কারণে দরিদ্র সর্বহারা মানুষকে রেশনের এ সব খাদ্য ব্যবহার করতেই হচ্ছে। ফলে গ্যাসট্রো-এনটাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। পৌরসভাসহ অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি সবই শাসক দলের বড় শরিক সি পি আই এমের দখলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা প্রকাশ্যে অখাদ্য সরবরাহে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে উঠছে না।

ধানের গাড়ীর হয়রানি

জঙ্গিপুর : স্থানীয় গাড়ী ঘাটে গাড়ী পারাপারের নৌকা যথেষ্ট কম রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ধান কাটার মরশুমে ধান বোঝাই গাড়ীগুলি নৌকার অভাবে দিনের পর দিন ঘাটে পড়ে হয়রাণ হচ্ছে। ঘাট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্বিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
টেণ্ডার

এস, ডি, ও, জঙ্গীপুর ১-১-৮৯ হইতে ৩০-৬-৮৯ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর সাবজেলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২১-১২-৮৮ সময় বেলা ১১টা এবং খোলার সময় বৈকাল ৩টা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ জঙ্গীপুর সাবজেল অফিসে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর

স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা সভা

ফরাক্কা : গত ৬ ডিসেম্বর স্থানীয় ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টারে স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের এ্যাসিষ্টান্ট ডাইরেক্টার সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ও স্বল্প সঞ্চয় ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকার বিশদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শোভাবর্দ্ধন করতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঞ্চয় সংগ্রহে ১ম, ২য় ও ৩য় সঞ্চয় সংগ্রহকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালিত করেন ফরাক্কা ব্লকের বি ডি ও শেখর দত্ত।

লক্ষ টাকার সিমেন্ট কিনলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন ক্ষুব্ধ সিমেন্ট ব্যবসায়ী। তাঁরা জানান, পুরসভা কোন রকম না জানিয়ে বা আইনানুগ টেণ্ডার না নিয়ে গোপনে স্থানীয় সিমেন্ট ব্যবসায়ী দীপককুমার আরুকিয়ার কাছ থেকে ১৫০০ বস্তা এ সি সি সিমেন্ট সরাসরি কিনেছেন। প্রতি বস্তা ৬৬.৫০ পঃ দরে যার মূল্য ৯৯,৭৫০ টাকা। তাঁরা আরও জানান সিমেন্টের বস্তাগুলিতে নাকি এ সি সি কোম্পানীর কোন ছাপ ছিল না। এবং বস্তাগুলি অতি পুরাতন ও স্থানীয়ভাবে সেলাই করা। লক্ষ টাকার সিমেন্ট চুপচাপ ক্রয়ের মধ্যে অনেকে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন বলে জানান। সাত তাড়াতাড়ি পুরসভার এত টাকার সিমেন্ট ক্রয়ের প্রয়োজন কেন হলো তাও তাঁদের কাছে রহস্যাবৃত।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুতের জন্য রক্তদান

ফরাক্কা : গত ৩ ডিসেম্বর স্থানীয় ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টারের সহযোগিতায় বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ডি ওয়াই এফ আই এর আঞ্চলিক কমিটি এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে সভা শুরু হয়। ডি ওয়াই এফ আই এর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মীর তারিফুল ইসলাম বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে তা গড়ে তোলা হবে তার উপর বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। শতাধিক স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী উপস্থিত থাকলেও বোতলের অভাবে মাত্র ২০ জনের রক্ত নেওয়া হয়.

গমের অভাব মিটছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকার থেকে সরবরাহ করা দেশলাই, হলুদ, সাবানের মতো গমও তাঁরা বিক্রি করেন। কার্ডে মাথাপিছু কত কোটা হবে সেটা নির্দ্ধারিত হয় যে পরিমাণ মাল তাঁরা সরবরাহ পান তার উপর। একমাত্র লেভি চিনি, চাল ও কেরোসিনের কোটা নির্দ্ধারণ করেছেন খাদ্য সরবরাহ বিভাগ। পূর্বে গম বিক্রেতাকে গম বিক্রির জন্য লাইসেন্স করতে হতো। এখন সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উঠে যাওয়ায় তাঁদের উপর খাদ্য নিয়ামকের খবরদারী করার কোন এক্তিয়ার নাই। তাই বাজারে গম না থাকলে বা দাম বেশী হলে কন্ট্রোলার অফ ফুডের পক্ষে সে অবস্থা প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার কোন উপায় নাই। এ এক বিচিত্র অবস্থা! বাজারে গম নাই। রেশনে বেশী পাওয়ার ব্যবস্থা নাই। সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশা দূর করতে অপারগ প্রশাসন। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কার কাছে প্রতিকার চাইবেন? মহকুমা শাসক ও জেলা সমাহর্ত্তা জনগণের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য বলে মহকুমার মানুষ মনে করেন। নাগরিকের দাবী—প্রশাসন রেশন ডিলারদের মারফৎই হোক বা ব্যবসায়ীর মাধ্যমেই হোক গমের তথা গমজাত খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন মত আমদানী করে অভাব মিটাবার ব্যবস্থা করুন।

অফিস বন্ধে নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না

জঙ্গিপুর : সম্মতিনগরের সেটেলমেন্ট বিভাগের হল্কা ক্যাম্পটি কখনও মাসের শেষ দিন, কখনও বা প্রথম দিন কোন নোটীশ না দিয়ে বন্ধ রাখা হয় বলে খবর। ফলে দূর গ্রাম থেকে যাঁরা কাজকর্ম ফেলে হল্কা অফিসে আসেন তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অফিসের কর্মী ও অফিসারদের কাছে অভিযোগ করেও কারণ জানতে পারেননি। তাঁদের দাবী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন?

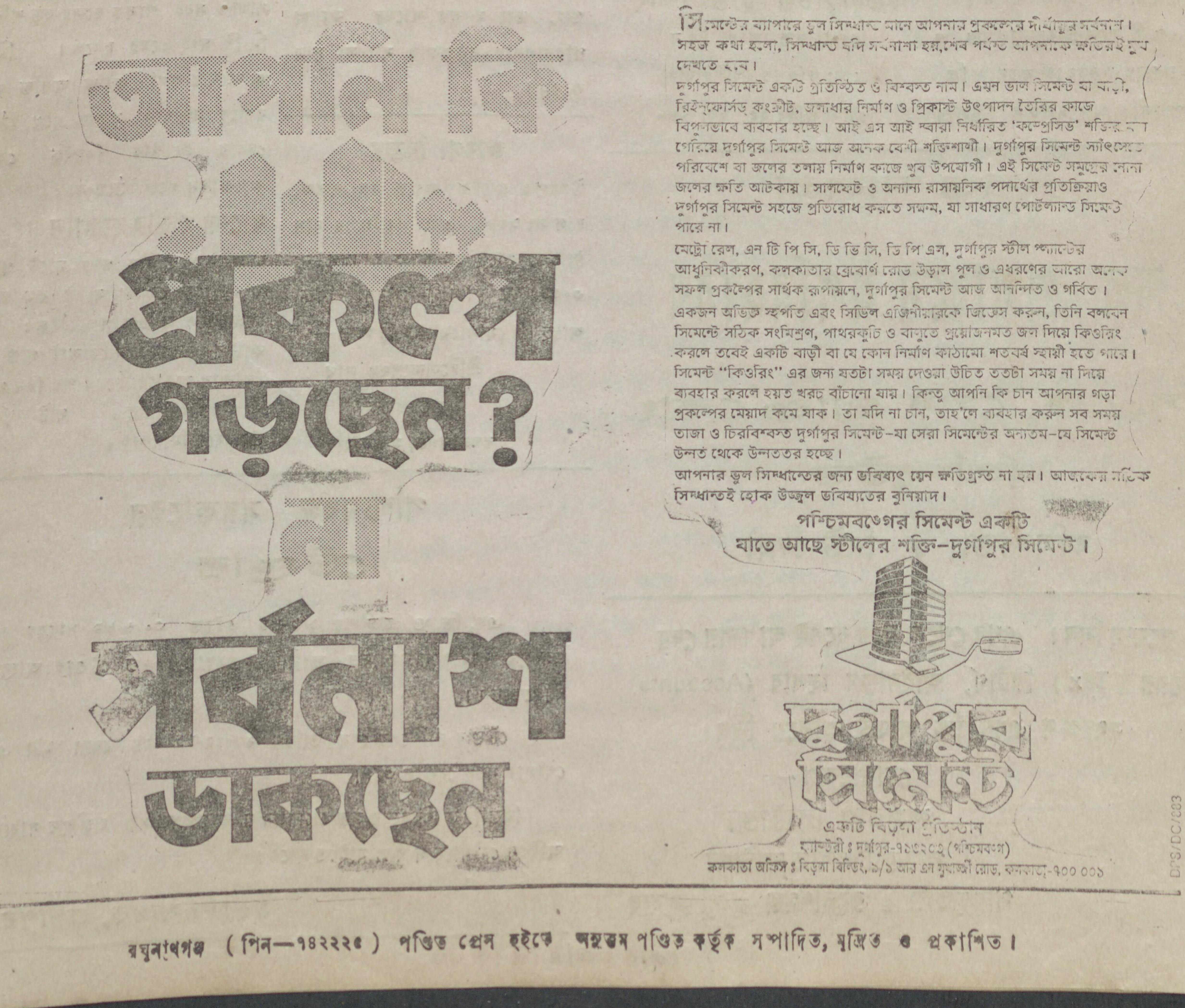

সিমেন্টের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত মানে আপনার প্রকল্পের দীর্ঘায়ুর সর্বনাশ। সহজ কথা হলো, সিদ্ধান্ত যদি সর্বনাশা হয়, শেষ পর্যন্ত আপনাকে ক্ষতিরই মুখ দেখতে হবে।

দুর্গাপুর সিমেন্ট একটি প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত নাম। এমন ভাল সিমেন্ট যা বাড়ী, রিইন্‌ফোর্সড্ কংক্রীট, জলাধার নির্মাণ ও প্রিকাস্ট উৎপাদন তৈরির কাজে বিপুলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আই এস আই দ্বারা নির্ধারিত 'কম্প্রেসিভ' শক্তির মা পেরিয়ে দুর্গাপুর সিমেন্ট আজ অনেক বেশী শক্তিশালী। দুর্গাপুর সিমেন্ট স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশে বা জলের তলায় নির্মাণ কাজে খুব উপযোগী। এই সিমেন্ট সমুদ্রের নোনা জলের ক্ষতি আটকায়। সালফেট ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়াও দুর্গাপুর সিমেন্ট সহজে প্রতিরোধ করতে সক্ষম, যা সাধারণ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট পারে না।

মেট্রো রেল, এন টি পি সি, ডি ভি সি, ডি পি এল, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণ, কলকাতার ব্রেবোর্ণ রোড উড়াল পুল ও এধরণের আরো অনেক সফল প্রকল্পের সার্থক রূপায়নে, দুর্গাপুর সিমেন্ট আজ আনন্দিত ও গর্বিত।

একজন অভিজ্ঞ স্থপতি এবং সিভিল এঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি বলবেন সিমেন্টে সঠিক সংমিশ্রণ, পাথরকুচি ও বালুতে প্রয়োজনমত জল দিয়ে কিওরিং করলে তবেই একটি বাড়ী বা যে কোন নির্মাণ কাঠামো শতবর্ষ স্থায়ী হতে পারে। সিমেন্ট "কিওরিং" এর জন্য যতটা সময় দেওয়া উচিত ততটা সময় না দিয়ে ব্যবহার করলে হয়ত খরচ বাঁচানো যায়। কিন্তু আপনি কি চান আপনার গড়া প্রকল্পের মেয়াদ কমে যাক। তা যদি না চান, তাহ'লে ব্যবহার করুন সব সময় তাজা ও চিরবিশ্বস্ত দুর্গাপুর সিমেন্ট–যা সেরা সিমেন্টের অন্যতম–যে সিমেন্ট উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে।

আপনার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ভবিষ্যৎ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আজকের সঠিক সিদ্ধান্তই হোক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বুনিয়াদ।

পশ্চিমবঙ্গের সিমেন্ট একটি
যাতে আছে স্টীলের শক্তি—দুর্গাপুর সিমেন্ট।

একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান
ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

DPS/DC/883

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।